

প্রভু রাম পূজিলেন দুঃখের সময়।  
 মাল্যবান পর্বতে মা হলেন উদয়।।  
 অকালে দেবীর পূজা ব্রহ্মা পুরোহিত।  
 পূজা নিল দেবী বড় হ'য়ে হরষিত।।  
 সংকল্পিত অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম।  
 শতদল পদ্মে পূজিলেন পাদপদ্ম।।  
 সেই দিন পদ্ম আনে তোর কোন বাবা।  
 সেই দিন গত এবে কেমনে চিনিবা।।  
 চৌকি দিতে লঙ্কাতে মা হ'য়ে উগ্রচন্ডা।  
 রাবণের বাড়ী ছিলে হাতে ল'য়ে খাড়া।।  
 বরাবর জানি তুই পাষণীর মেয়ে।  
 লঙ্কা ছেড়ে গিয়াছিলি মুস্ত্যাসাত খেয়ে।।  
 দৌবারিণী কাজ নাই চিনিবি কেমনে।  
 এখনে তো দুখ খেতে দিবি, না দিবি নে।।  
 পাতালে মহীর বাড়ী ছিলি ভদ্রাকালী।  
 বিক্রম দেখিয়া শেষে সদয়া হইলি।।  
 সে দিন আমার নাই ওগো ভদ্রাকালী।  
 সে যে ছিল ত্রেতা যুগ এ যে কাল কলি।।  
 সংকল্প করিয়া প্রভু পূজিল তোমায়।  
 ছলনা করিলে তবু দুঃখের সময়।।  
 পাষণীর গর্ভে জন্ম ধর্ম বরাবরি।  
 দুঃখের সময় কৈলি এক পদ্ম চুরি।।  
 সে যুগে দেখেছি তোর কাজ কর্ম যত।  
 প্রভুকে করিলি দয়া কাঁদাইয়া কত।।  
 পাষণীর মেয়ে বলে যত নিন্দা করি।  
 মোরে ধিক্ শতধিক্ অপরাধ ভারী।।  
 যতসব পাষণ তোমার পিতৃ জ্ঞাতি।  
 তাহারা ভাসিল জলে দুঃখে হ'য়ে সাথী।।  
 যদি কহ ব্রহ্মবাক্য নলের উপরে।  
 তথাপি সহায় হ'য়ে ভাসে সিন্ধু-নীরে।।  
 তোমার যে জ্যেষ্ঠ ভাই মৈনাক নামেতে।  
 সমুদ্রে ডুবিয়াছিল ইন্দ্রের ভয়েতে।।

হনুমান যায় করিবারে রাম-কার্য।  
 ভাসিল পর্বত মামা করিতে সাহায্য।।  
 রামদাস বলে 'আমি সাহায্য না চাই।  
 রাম-নাম বলে আমি এক লক্ষ্যে যাই।'  
 কহিল পর্বত মামা পার বটে যেতে।  
 আমাকে কৃতার্থ কর পদ পরশেতে।।  
 ভাসিলাম রাম কার্যে সাহায্যের আসে।  
 সে আশা বিফল মম হৈল জলে ভেসে।।  
 তাহা শুনি মারণতির দয়া উপজিল।  
 পদ-বৃদ্ধাস্থলি তার অঙ্গে ছোঁয়াইল।।  
 তাঁহার ভাগিনী হ'য়ে প্রভুকে কাঁদালে।  
 শীলা হ'ল দয়াশীল দয়াময়ী শীলে।।  
 সুশীলা দুঃশীলা মত নিষ্ঠুরতা দেখি।  
 ভিতরের খড়ের ব'ড়ে দুখ পিয়াবে কি?  
 মোর সেই প্রভু ওড়াকান্দী হরিচাঁদ।  
 দায় ঠেকা নাই এবে পাব না ও পদ।।  
 আমার সে রূপ নাই, নাই সেই দিন।  
 প্রভুর সে রূপ নাই দীন হ'তে দীন।।  
 দেখিলাম এই বাড়ী পূজার প্রণালী।  
 নীলপদ্ম বিনা পূজা খুশি হয়ে নিলি।।  
 সেই প্রভু হরিচাঁদ হংসপদ্মে রাখি।  
 দেব দেবী পূজাচর্চনা চক্ষে নাহি দেখি।।  
 আইনু পূজার দিন গোবিন্দের বাড়ী।  
 সম্মুখে পড়িলি তাই দেখি গো শঙ্করী।।  
 গোবিন্দ-চৈতন্য পূজা করে গো তোমায়।  
 তোমা হ'তে ভক্তি কম করে না আমায়।।  
 গোবিন্দের রমণী ও চৈতন্যের রমণী।  
 সতীসাধবী পতিব্রতা এরা দ্বিভগিনী।।  
 ইহাদের ভক্তি আর মনের টানেতে।  
 পারি না থাকিতে তাই আসি গো দেখিতে।।  
 এই দুই মায় খেতে দেয় ভাল মতে।  
 দুখ খেতে চেলে মোরে তাও দেয় খেতে।।